সংবাদ

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা বিস্তারের সাফল্যের ওপরই একটি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভরশীল। অথচ আমাদের দেশের চিত্রটি একটু ভিন্ন। এ দেশে এখনো অনেক মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

দেশে বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক সংকট। অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছে তো সহকারী শিক্ষক নেই। আবার কোথাও সহকারী শিক্ষক আছে প্রধানশিক্ষক নেই ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ক্ষোভ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। পাঠদানের নেই পরিবেশ। খেলার জন্য নেই প্রয়োজনীয় মাঠ। এমনকি অনেক স্কুলের ঘরও নেই। অনেক স্কুলে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। একই অবস্থা সহকারী শিক্ষকদেরও।

দেশের প্রায় সর্বত্র কম-বেশি একই রকম প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র। কোথাও স্কুলঘর আছে তো শিক্ষক নেই। কোথাও শিক্ষক আছেন তো ঘর নেই। কোথাও কোথাও এ দুটো থাকলেও ছাত্রছাত্রী আছে মাত্র নামকাওয়াস্তে। এমনই হ-য-ব-র-ল অবস্থায় চলছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম। দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে যদি কোনও স্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকেন, তাহলে স্কুলের কী অবস্থা হয় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? আসলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই চিত্রই বলে দেয় এর দৈন্যদশা। কোথাও কোথাও সরকারি তহবিল থেকে বেতন তোলা হয় ঠিকই, কিন্তু স্কুল আছে কিনা, স্কুল থাকলেও ছাত্র-শিক্ষক আছেন কিনা, তার কোনও খোঁজ নেই। এমনকি যারা খোঁজ নেবেন, সেই শিক্ষা কর্মকর্তাও নেই অনেক স্থানে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। অনেক জায়গায় প্রায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে আছে প্রাথমিক স্কুলঘর। ছাত্র-শিক্ষক কিছুই নেই। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে বেতন যথানিয়মেই তোলা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ভিত্তি। এ ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে পুরো শিক্ষাই নড়বড়ে হবার আশঙ্কা থাকে বেশি। হচ্ছেও তাই। আমাদের উচ্চতর শিক্ষার যে দৈন্যদশা, তা প্রাথমিকেরই পরিণতি বৈ কিছু নয়। ভিত্তি যদি শক্ত হয়, তাহলে মূল অবকাঠামোও শক্ত ও মজবুত হয়। যার দরুন প্রাথমিক স্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতি আমাদের সরকারকে অবিলম্বে নজরদারি বাড়াতে হবে। কোথায় কোন সমস্যা আছে কিনা তা বের করে সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ যেমন নিতে হবে, তেমনি শিক্ষকতার নামে কেউ ফাঁকিবাজি করেন কিনা তাও চিহ্নিত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত মানবৃদ্ধিতেও মনোযোগী হতে হবে।

আর কে চৌধুরী